প্রত্যক্ষণের প্রকৃতি অনুশীলন করতে গিয়ে বিশেষভাবে শিখনের এই মতবাদটি গড়ে উঠেছে। এই মতবাদের প্রবর্তক হলেন জার্মান মনোবিদ ***কোহলার*** (Kohler), ***কফ্‌কা*** (Koffka) এবং ***ওয়ার্দিমার*** (Wertheimer)। এই তিনজনকে একত্রে বলা হয় *গেষ্টাল্টবাদী*। 'গেষ্টাল্ট' জার্মান শব্দটির অর্থ হল 'সমগ্রতা' (configuration)। প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে গেষ্টাল্টবাদীগণ মনে করেন যে, প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তু আমাদের সামনে সামগ্রিক রূপ নিয়ে হাজির হয়। অর্থাৎ আমরা যখন কোনও বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি, তখন সেটিকে সামগ্রিকভাবে বা এককভাবে প্রত্যক্ষ করি—বস্তুর কোনও অংশবিশেষ আমরা প্রত্যক্ষ করি না। কারণ মানসিক প্রক্রিয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সমগ্রতা। সমগ্র বস্তুটির বৈশিষ্ট্য অংশগুলির বৈশিষ্ট্য থেকে আলাদা। আবার অংশগুলি যোগ করলেই সমগ্র বস্তুটির বৈশিষ্ট্যকে পাওয়া যাবে না। বরং তার অতিরিক্ত কিছু অর্জিত হবে। ফলে কোনও বস্তুকে খণ্ড খণ্ড উপাদানে বিভক্ত করলে মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার যথার্থ স্বরূপটি আমাদের কাছে ধরা পড়ে না। মানসিক প্রক্রিয়া বা প্রত্যক্ষণের বস্তু কোনোটিই খণ্ড খণ্ড উপাদানের সমষ্টি নয়। এইক্ষেত্রে গেষ্টাল্টবাদীগণ মনে করেন যে, প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তু কিছুটা মূর্তি (Figure) রূপে এবং কিছুটা পটভূমি (Ground) রূপে উদ্ভাসিত হয়। অর্থাৎ পটভূমির ভিত্তিতে মূর্তি (Figure against a Ground) হিসাবে আমরা বস্তুটিকে প্রত্যক্ষ করি। প্রত্যক্ষণের সংব্যাখ্যানের ক্ষেত্রে পটভূমির ভিত্তিতে মূর্ত্তিতত্ত্ব গেষ্টাল্টবাদীদের চিন্তা-ভাবনার একটি নতুন দিক। এই পর্যায়ে তাঁদের অভিমত হল এই যে, পটভূমির পরিবর্তন ঘটলে মূর্তিরও পরিবর্তন ঘটে। তার ফলে প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তুরও পরিবর্তন ঘটে। তবে প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তুর মধ্যে যদি কোনও ফাঁক থাকে তাহলে আমাদের মন কল্পনায় সেই ফাঁকটি পূরণ করে দেয় এবং বস্তুটিকে একক (Unit) বা সমগ্র (Whole) হিসাবে প্রত্যক্ষ করে। সমগ্রতাবাদীগণ একে ভগ্নতাপূরণের তত্ত্ব হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে মূর্তি প্রত্যক্ষণ এবং ভগ্নতাপূরণ—এই দুটি তত্ত্ব হল প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে গেষ্টাল্টবাদীদের ব্যাখ্যার মূল উৎস।

মূলতত্ত্ব

শিখন সম্পর্কে গেস্টাল্টবাদীদের তত্ত্বটি মূলত তাঁদের প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত সংব্যাখ্যানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই পর্যায়ে তাঁরা অন্তর্দৃষ্টি (Insight)-র উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের মতে, শিখন কোনও যান্ত্রিক ব্যাপার নয়। প্রাণী যখন বিশেষ পরিস্থিতিতে উদ্দীপকের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে, তখন সেই প্রতিক্রিয়াগুলি পরস্পর সম্পর্কহীন অন্ধ যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া নয়। সমগ্র পরিস্থিতিটিকে প্রাণী সামগ্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে তার প্রতি প্রতিক্রিয়া করে। বরং এটি অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। অন্তর্দৃষ্টি হল সমস্যাটির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সমগ্র সমস্যাটির সামগ্রিক উপলব্ধি বোধ। এঁদের মূল বক্তব্য হল যখন প্রাণী কিছু শেখে, তখন শিক্ষণীয় বিষয়ের সামগ্রিক অংশ তার সামনে প্রতিভাত হয়। খণ্ড খণ্ড অংশের সমন্বয়ে বা সমষ্টির মাধ্যমে শিখন সংঘটিত হয় না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, যখন আমরা একটি মানুষকে দেখি তখন মানুষটির সামগ্রিক রূপ বা ছবি আমাদের মানসপটে একসঙ্গে ভেসে ওঠে। মানুষটির আলাদা আলাদা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ধারণা তার সম্পর্কে কোনও অভিজ্ঞতা প্রদান করে না। কিংবা বিভিন্ন ফুল দিয়ে গ্রথিত মালাটির ক্ষেত্রে আমরা ফুলগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে মালাটিকে সামগ্রিকভাবে দেখি। কারণ সামগ্রিকতা বোধের মধ্যে যে সম্পূর্ণতা আছে, তা খণ্ডিত অংশের মধ্যে প্রকাশ পায় না। ফলে এই মতবাদের আসল কথা হল যে, আমরা যা শিখি তা সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতি বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবধারণ করে পরিস্থিতি বা বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা গঠন করি। সম্পূর্ণের এই ধারণাটি গঠিত হয় অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে। অন্তর্দৃষ্টি কোনও অতিপ্রাকৃত ব্যাপার বা সহজাত ক্ষমতা নয়। এটি হল অভিজ্ঞতালব্ধ ক্ষমতা। কোনও বিশেষ পরিস্থিতি বা সমস্যার পরিপূর্ণ স্বরূপটি অনুধাবন করতে এবং সমগ্র পরিস্থিতি বা সমস্যার সঙ্গে তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সম্বন্ধ সামগ্রিক দিক থেকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে অন্তর্দৃষ্টি। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সমস্যা বা পরিস্থিতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বোধ উপলব্ধিই হল অন্তর্দৃষ্টি। তবে প্রাচীন গেস্টাল্টবাদীগণ মনে করেন যে, সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলির মধ্যে এবং ক্ষুদ্র অংশের সঙ্গে সমগ্র অংশের হঠাৎ প্রত্যক্ষণ (Sudden Perception)-কে বলে অন্তর্দৃষ্টি। এটি হল এক ধরনের প্রত্যক্ষণের পদ্ধতি (Mode of Perception)। অন্তর্দৃষ্টির জন্য প্রত্যক্ষণ ক্ষেত্রের (Field) পুনর্বিন্যাস ঘটে এবং তার ফলে শিখন সংঘটিত হয়। কাজেই অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে সমগ্র সমস্যা বা পরিস্থিতি অনুধাবনের ফলে যে শিখন সংঘটিত হয় তাকে বলে *অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে শিখন* (Learning by Insight)।

শিখন প্রসঙ্গে গেস্টাল্ট মতবাদ

শিখন প্রক্রিয়া কীভাবে সংঘটিত হয়, তা নিয়ে কোহলার একাধিক পরীক্ষা-কার্য চালান। এদের মধ্যে ক্যানারি দ্বীপে থাকাকালীন শিম্পাঞ্জির উপর তিনি যে পরীক্ষাটি করেছিলেন তা বর্ণনা করা হল। সুলতান নামে একটি শিম্পাঞ্জিকে একটি খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হয়। তবে খাঁচার মধ্যে দুটি বাঁশের লাঠিও রাখা ছিল। লাঠি দুটি এমনভাবে প্রস্তুত যে একটির সঙ্গে আরেকটিকে খুব সহজেই জুড়ে দিয়ে একটিমাত্র বড়ো লাঠিতে পরিণত করা যায়। আর খাঁচার বাইরে এমন দূরত্বে কলা রাখা ছিল যাতে তার পক্ষে শুধুমাত্র হাত বাড়িয়ে বা একটিমাত্র লাঠির সাহায্যে কলাকে নিজের নাগালের মধ্যে আনা সম্ভব না হয়। এমতাবস্থায় শিম্পাঞ্জিটি হাত বাড়িয়ে কলাকে নাগালের মধ্যে আনার

পরীক্ষা

চেষ্টা করল। এই পর্যায়ে সে ব্যর্থ হল। তারপর শুধুমাত্র একটি লাঠির সাহায্যে সে কলাটিকে নাগালের মধ্যে আবার আনার চেষ্টা করল। এবারও সে ব্যর্থ হল। এইবার সে হতাশ হয়ে বসে পড়ল এবং লাঠি দুটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। লাঠি দুটি এইভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ সে একটি লাঠির সঙ্গে অপর লাঠিটিকে জুড়ে দিতে সমর্থ হল। এর ফলে যে বড়ো লাঠি তৈরি হল তা দিয়ে সে কলাটিকে নিজের নাগালের মধ্যে এনে খেয়ে ফেলল।

শিম্পাঞ্জিটির এইরূপ শিখন বারে বারে ভুল করে শেখা নয় বা ভুল-সংশোধনের মাধ্যমেও শেখা নয়, কিংবা বিচার-বিবেচনাহীন যান্ত্রিক ক্রিয়ার ফলও নয়। সমগ্র সমস্যাটির স্বরূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শিম্পাঞ্জিটি সমগ্রতাবোধ গঠন করতে সমর্থ হওয়ার জন্যই শিখন সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে বিদ্যুতের চমক যেমন হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে চারিদিক আলোকিত করে দেয়, ঠিক তেমনি সমগ্র পরিস্থিতিটি আকস্মিকভাবে উন্মোচিত হওয়ার ফলে সে সমস্যাটি সমাধান করতে সক্ষম হয়। গেষ্টাল্ট মনোবিদগণ একে *অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে শিখন* (Learning by Insight) নামে অভিহিত করেছেন। অন্তর্দৃষ্টি জাগরণের ফলে প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্র (Field)-এ অবস্থিত বস্তুগুলির বিন্যাস ঘটে। তার ফলে প্রত্যক্ষণের পশ্চাৎভূমি বা পটভূমি (Ground)-তে যে বস্তুটি ছিল সেটি নতুনভাবে বিন্যস্ত হয়ে চেতনার কেন্দ্রে মূর্ত (Figure) হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোহলারের শিম্পাঞ্জির পরীক্ষায় বাঁশের লাঠি দুটির আলাদা অবস্থান, খাঁচার বাইরের কলার অবস্থান ইত্যাদি সবই প্রত্যক্ষণের পশ্চাৎভূমিতে থাকে। অন্তর্দৃষ্টির জন্য লাঠি দুটি ও কলার মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের জ্ঞান নতুনভাবে বিন্যস্ত হওয়ার ফলে লাঠি দুটি প্রত্যক্ষণের কেন্দ্রে হাজির হয় এবং মূর্তিতত্ত্বের নিয়মানুযায়ী ফাঁক পূরণের মাধ্যমে শিখনকে সম্ভব করে তোলে। এইক্ষেত্রে সমস্যামূলক বিভিন্ন পরিস্থিতির সমগ্র অংশের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন অংশের সম্বন্ধ অবধারণের ক্ষেত্রে কোনও অসম্পূর্ণতা বা ফাঁক থাকলে অন্তর্দৃষ্টি তা পূরণ করে দেয়। আর তার ফলেই শিখন সংঘটিত হয়। এইক্ষেত্রে হাত, দুটি লাঠি ও খাদ্যবস্তুর সমন্বয়ে সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে দুটি লাঠিকে একটি লাঠিতে পরিণত করার পূর্বে যে ছেদ বা ফাঁকটি ছিল, সেটি আকস্মিকভাবে অন্তর্দৃষ্টি জাগরিত হওয়ার ফলে পূরণ হয়ে গেল।

পরীক্ষার ব্যাখ্যা

শিম্পাঞ্জির পরীক্ষা থেকে সমগ্রতাবাদীগণ সিদ্ধান্ত করলেন যে, শিখন কোনও বিচার-বিবেচনাহীন বা অন্ধ যান্ত্রিক প্রচেষ্টা নয়। সমস্যামূলক পরিস্থিতির সামগ্রিকতা উপলব্ধি হওয়ার ফলেই শিখন সংঘটিত হয়। এইরূপ উপলব্ধি প্রাণীর মধ্যে হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়। আর সামগ্রিকতার হঠাৎ প্রত্যক্ষণকে বলে অন্তর্দৃষ্টি। এটি কোনও সহজাত ক্ষমতা নয়। এটি হল অভিজ্ঞতালব্ধ ক্ষমতা। এইরূপ পরিস্থিতিতে অন্তর্দৃষ্টি জাগরণের জন্য দুটি মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। একটি হল *পৃথকীকরণ* এবং অপরটি হল *সামান্যীকরণ*। পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাণী সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে অবস্থিত অপ্রয়োজনীয় উপাদানগুলি বর্জন করে এবং সামান্যীকরণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উপাদান ভিত্তিতে একটি সাধারণ সূত্র গঠন করে। এই দুটি প্রক্রিয়ার সাহায্যে সৃষ্ট অন্তর্দৃষ্টি প্রাণীকে সমস্যামূলক পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত সাধারণ সূত্রকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। আর ফলশ্রুতি হিসাবে শিখন সংঘটিত হয়।

সিদ্ধান্ত

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ▶ শিক্ষাক্ষেত্রে গেস্টাল্ট মতবাদের প্রয়োগ

ভূমিকা

প্রাণীর শিখনের ক্ষেত্রে গেস্টাল্ট মনোবিদগণ যে তত্ত্বটির অবতারণা করেছেন, সেটি একেবারে নির্ভুল নয়। তাঁরা মনে করেন যে, সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে অর্ন্তদৃষ্টি আকস্মিকভাবে জাগরিত হয়। আর এই সম্পর্কে তাঁরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা পরিষ্কার ও বাস্তবোচিত নয়। আবার যদিও গেস্টাল্টবাদীদের দ্বারা থর্নডাইকের প্রচেষ্টা ও ভুলের তত্ত্বটি সমালোচিত হয়েছে, তথাপি বলা চলে যে অন্তর্দৃষ্টি হল বস্তুতপক্ষে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতিরই ফলশ্রুতি। এমনকী সব ধরনের শিখনও অন্তর্দৃষ্টির আলোকে ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ শিশু বেশির ভাগ আচরণই যান্ত্রিকভাবে অনুকরণের মাধ্যমে শেখে। ফলে এই তত্ত্বের সাহায্যে জটিল শিখনের সংব্যাখ্যান দেওয়া সম্ভব হলেও এইক্ষেত্রে তার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এসব সত্ত্বেও বলা যায় যে, শিক্ষাক্ষেত্রে এই মতবাদটি যথেষ্ট মূল্যবান। নিম্নে তার কয়েকটি প্রয়োগ উল্লেখ করা হল—

(১) বিষয়বস্তু উপস্থাপন ঃ গতানুগতিক শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করা হত। এর ফলে বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা পরিপূর্ণ ধারণা গঠন করতে ব্যর্থ হত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোনও কবিতার রস আস্বাদন বা উপলব্ধি করতে হলে তার সমগ্র অংশটি শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা দরকার। কিন্তু গতানুগতিক পদ্ধতিতে কবিতাটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা হত। বিশ্লেষণ থেকে সংশ্লেষণের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি অনুসৃত হত। কিন্তু শিখনের গেস্টাল্ট নীতি অনুযায়ী প্রথমেই শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা প্রদান করা হয়। তারপর তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি আলোচনা করা হয়। ফলে নতুন শিক্ষণ পদ্ধতিটি হল *সংশ্লেষণ→বিশ্লেষণ→সংশ্লেষণ*। এই পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু প্রথমেই সামগ্রিকভাবে উপস্থাপন করা হয়, এরপর তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা হয় এবং সর্বশেষে ক্ষুদ্র অংশগুলির সামগ্রিক রূপ আলোচিত হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা অর্থপূর্ণ শিখন (Meaningful Learning) অর্জন করতে ও সামগ্রিক ধারণা গঠন করতে সমর্থ হয়।

(২) অন্তর্দৃষ্টির জাগরণ ঃ গেস্টাল্টবাদীগণ মনে করেন যে, শিখন সংঘটিত হয় অন্তর্দৃষ্টি জাগরণের মাধ্যমে। এইজন্য প্রয়োজন হয় পৃথকীকরণ ও সামান্যীকরণের মতো দুটি পৃথক মানসিক প্রক্রিয়ার। তাই শিক্ষার্থীরা যাতে এই দুটি মানসিক প্রক্রিয়াকে যথাযথভাবে তাদের শিখনকালে কাজে লাগাতে পারে তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষামূলক পরিবেশ রচনা করতে হবে। সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে অপ্রয়োজনীয় অংশগুলিকে বর্জন করে শিক্ষার্থীদেরকে চর্চার মাধ্যমে দরকারি অংশগুলির মধ্যে একটি সাধারণ সূত্র গঠনের সুযোগ করে দিতে হবে।

(৩) সম্পর্ক স্থাপন ঃ সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে সমগ্র অংশের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলির নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের উপর অন্তর্দৃষ্টি জাগরণ নির্ভর করে। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষামূলক পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতাটি যাতে যথাযথভাবে জাগরিত হয় সেইদিকে শিক্ষককে সবিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। এইজন্য শ্রেণিকক্ষের শিক্ষণমূলক পরিবেশে অনুশীলনের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপনের কৌশলটি আয়ত্তকরণের সুযোগ করে দিতে হবে।

(৪) উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা ঃ গেষ্টাল্টবাদীদের মতে, শিখন কোনও উদ্দেশ্যহীন অন্ধ ও যান্ত্রিক প্রচেষ্টা নয়। বরং তাঁরা মনে করেন যে, এটি একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রচেষ্টা। তাই শিক্ষার্থীরা যাতে পরিপূর্ণ রূপে শিখনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে, সেইদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। এর ফলে সময় ও শ্রমের সাশ্রয় হবে এবং শিখন দ্রুত সংঘটিত হবে।

(৫) সমগ্র বিষয়বস্তু উপস্থাপন ঃ সামগ্রিকভাবে অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে না পারলে পরিপূর্ণ ধারণা গঠন সম্ভব নয়। তাই এই তত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষানীতিটি হল এই যে, শিক্ষাদানকালে সম্পূর্ণ থেকে অংশের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা গঠন সম্ভব হলে খণ্ডাংশ সম্পর্কে ধারণা গঠন সহজ হবে।

(৬) সমস্যা অবহিতকরণ ঃ অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে শিখনের ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করতে হলে তাকে সমস্যাটি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। এক্ষেত্রে সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার অর্থ হল সমস্যাটির অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে ধারণা গঠন। আর এইরূপ অপূর্ণতাবোধই শিক্ষার্থীকে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। কারণ শিক্ষার্থীর মনে অসম্পূর্ণতার জন্য যে অতৃপ্ত অবস্থার সৃষ্টি হয় তার থেকে সে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করে। আর ফলশ্রুতি হিসাবে শিক্ষার্থী সমস্যাটি সমাধান করতে শেখে। তাই শিক্ষাদানকালে সমস্যার অবহিতকরণ সম্পর্কে আমাদেরকে বিশেষ উদ্যোগী হতে হবে।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, শিখনের কাজে অন্তর্দৃষ্টির যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অন্তর্দৃষ্টির ফলেই সাহিত্যমূলক বিষয়ের রসানুভব করতে কিংবা তার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে আমরা সক্ষম হই। এমনকী জটিল তত্ত্ব বা সমস্যার ক্ষেত্রে একমাত্র অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমেই সমগ্র অংশের সঙ্গে তার ক্ষুদ্র অংশের অথবা ওই সমস্যার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ আমরা উপলব্ধি করতে পারি। এইরূপ মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর সংগঠন, সংহতি ও অর্থপূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব হয় বলে শিক্ষার্থীর কল্পনা-শক্তি, বিচারকরণের ক্ষমতা, চিন্তার সামর্থ ইত্যাদি উন্নততর হয়। এছাড়া তত্ত্বটির মৌলিক দিকসমূহ, যেমন—উদ্দেশ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ, পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন ইত্যাদিও শিক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কাজেই শিক্ষণ কর্মে গেষ্টাল্ট মতবাদের অবদানের গ্রহণযোগ্যতাকে আমরা বর্জন করতে পারি না।